



আমবাত (আর্টিকারিয়া)

আমবাত কি?

আর্টিকারিয়া হল এক ধরনের স্বকের র্যাশ যার কারণে ফুসকুড়ি হয় এবং চুলকানিও হতে পারে। মাস্ট কোষ নামক এক ধরনের স্বকের কোষ থেকে হিস্টামিন নামক রাসায়নিক পদার্থ বের হয়, ফোলানো চাকার আকার কয়েক মিলিমিটার বা কয়েক সেন্টিমিটার হতে পারে, রঙ সাদা বা লাল হয়। চাকা চাকা দাগ দ্রুত শরীরের যেকোনো অংশে ছড়িয়ে পড়তে পারে, কখনও কখনও মিনিটের মধ্যে। প্রতিটি চাকা স্থায়ী হতে পারে। কিছু চাকা কয়েক মিনিট বা কয়েক ঘন্টা স্থায়ী হয়, এবং আকৃতি পরিবর্তন করতে পারে। আর্টিকারিয়ার কারণে শরীরের বিভিন্ন অংশ ফুলে যেতে পারে যেমন হাত, পা, ঠোঁট বা চোখগুলোর চারপাশে ফুলে যেতে পারে, এই ফোলাকে এনজিওডেমা বলা হয়।

আর্টিকারিয়ার কি অন্য কোনো নাম আছে?

হ্যাঁ. সাধারণ নাম আমবাত।

আমবাত কতটা সাধারণ?

আমবাত খুবই সাধারণ, ২-৩% শিশুকে প্রভাবিত করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাত্র কয়েক দিন বা সপ্তাহ স্থায়ী হয় এবং কোনো চিকিৎসা ছাড়াই ভাল হয়।

আমবাত কতক্ষণ স্থায়ী হয়?

আমবাত প্রায়ই আসে এবং কয়েক ঘন্টা ধরে থাকে কিংবা দিন বা সপ্তাহ থাকতে পারে একে তীব্র আমবাত বলা হয়। কখনও কখনও আমবাত ৬-৮ সপ্তাহের মধ্যে ফিরে আসে, এবং এটাকে দীর্ঘস্থায়ী আমবাত বলা হয়।

আমবাত এবং এলার্জির মধ্যে সম্পর্ক কি?

বেশিরভাগ আমবাত অ্যালার্জির কারণে হয় না, পরীক্ষা নিরীক্ষা এর কারণ খুঁজে পেতে খুব কমই সহায়ক।

তীব্র আমবাত একটি ভাইরাল অসুস্থতার কারণে অথবা ওষুধের প্রতি অ্যালার্জি (প্রায়শই অ্যান্টিবায়োটিক বা কদাচিৎ খাবারের) কারণে হয়। আমবাত যদি অ্যালার্জির কারণে হয় তবে ওষুধ বা খাবার এর মধ্যে একটি সম্পর্ক থাকবে। এবং আমবাত ১-২ ঘন্টার মধ্যে শুরু হয়।

আমবাতে অ্যালার্জির কারণে হলে চুলকাতে থাকবে। বেশিরভাগ আমবাত হওয়ার সাধারণ কারণ হল একটি সংক্রমণ (প্রায়শই একটি ভাইরাস, যেমন একটি সাধারণ সর্দি কাশি) যা ১-২ সপ্তাহ আগে ঘটেছিল। এটাকে পোস্ট-সংক্রামক আর্টিকারিয়া বলা হয়। আপনার সন্তান আমবাতের সময় অসুস্থ নাও হতে পারে। মাঝে মাঝে আমবাতের জন্য সুস্পষ্ট কারণ নাও থাকতে পারে।

দীর্ঘস্থায়ী আমবাত অ্যালার্জির কারণে হয় না। এই রোগের সাধারণত কোন কারণ পাওয়া যায় না এবং একে ক্রনিক ইডিওপ্যাথিক (Urticaria (CIU) বলা হয়। কদাচিৎ, দীর্ঘস্থায়ী আমবাত অটোইমিউন রোগ (নিজের শরীরের একটি ইমিউন প্রতিক্রিয়া), এর কারণে

হতে পারে এবং অন্যান্য অটোইমিউন অবস্থার সাথে যুক্ত হতে পারে (যেমন থাইরয়েড ব্যাধি)।

আমবাত অন্য কোন ধরনের আছে?

হ্যাঁ, শারীরিক আর্টিকারিয়া বলতে বাইরের কারণে সৃষ্ট আমবাতকে বোঝায়। শারীরিক কারণে চাকা বিকাশের সাধারণত প্রায় ৫-১০ মিনিট সময় লাগে এবং ৩০ থেকে ৬০ মিনিট স্থায়ী হয়।, শারীরিক আর্টিকারিয়া স্বকের আঘাত, ঘাম, তাপ, ঠান্ডা এবং সূর্যালোকের কারণে হতে পারে। কেউ কেউ বিভিন্ন ধরনের মিশ্র শারীরিক আর্টিকারিয়া থেকে কষ্ট পেয়ে থাকে

পরীক্ষা করার প্রয়োজন আছে কি?

তীব্র আমবাতের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, অ্যালার্জি পরীক্ষা সহায়ক নয় এবং করা প্রয়োজন নেই। প্রধানত দীর্ঘস্থায়ী আমবাতের ক্ষেত্রে কখনও কখনও আপনার ডাক্তার রক্ত পরীক্ষা করাতে বলতে পারে।

আমবাত জন্য চিকিত্সা কি?

চিকিত্সা নির্ভর করে আমবাতের ধরনের এবং আপনার সন্তানের ইতিহাসের উপর।

সবচেয়ে সাধারণ চিকিত্সা হল মুখে অ্যান্টিহিস্টামাইন সিরাপ। এই ওষুধগুলি আমবাত সহ শিশুদের বেশিরভাগ চাকা চাকার সংখ্যা কমিয়ে দেয়।

নিয়মিতভাবে ব্যবহারের জন্য এন্টিহিস্টামাইন ব্যবহার করা নিরাপদ, তবে আপনার ডাক্তারের সাথে এটি নিয়ে আলোচনা করা উচিত। ক্রনিক আমবাত সবসময় অ্যান্টিহিস্টামাইন থেরাপিতে ভালো সাড়া দেয় না।

কদাচিৎ, আমবাত এর কিছু ক্ষেত্রে উপরোক্ত চিকিত্সা এবং অন্যান্য ওষুধ ব্যবহারে সাড়া দেয় না। এটি অবশ্যই একজন ইমিউনোলজিস্ট/অ্যালার্জিস্টের বা চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের নির্দেশ অনুসারে হওয়া উচিত। ওষুধের চিকিৎসার ক্ষেত্রে কিছু সাধারণ পরিমাপ অনুসরণ করা প্রয়োজন। আপনার ডাক্তার আপনাকে যে ওষুধগুলি এড়িয়ে যেতে বলেছেন তা গ্রহণ করবেন না। কিছু ক্ষেত্রে অ্যাসপিরিন, কোডাইন এবং অ্যান্টি স্টেরয়েডাল অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি ড্রাগস (এর জন্য উদাহরণ ibuprofen) আমবাত আরও থারাপ করতে পারে। এতে সাধারণত প্যারাসিটামল গ্রহণ করা নিরাপদ।

খাদ্যতালিকা চিকিত্সার ক্ষেত্রে কোন ভূমিকা রাখে ?

তীব্র আমবাতের জন্য খাদ্যতালিকাগত চিকিত্সা প্রয়োজনীয় বা সহায়ক নয়।

দীর্ঘস্থায়ী আমবাতের ক্ষেত্রে এটি অল্প সল্প উন্নত হয় যদি রং, সংরক্ষণকারী উপাদান এবং খাদ্য থেকে স্যালিসিলেট অপসারণ করা হয়।

এটা শুধুমাত্র আপনার ইমিউনোলজিস্ট/অ্যালার্জিস্ট এবং খাদ্য বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করে করা উচিত।

অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণ করার সময় যদি আমার সন্তানের আমবাত হয় তাহলে কি হবে?

আমবাত হওয়ার অনেক ক্ষেত্রে একই সময়ে অ্যালার্জির চেয়ে সংক্রমণের কারণে অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণ করা হয়। অ্যান্টিবায়োটিক 'চ্যালেঞ্জ' টেস্ট করে অ্যান্টিবায়োটিকে এলার্জি আছে কিনা তা নির্ণয় করা প্রয়োজন।